অধ্যাদেশ নং...., ২০২৫ ক্ষুদ্র ঋণ ব্যাংক (microcredit bank) প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সুচারুরূপে ও কার্যকরভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য-দূরীকরণের লক্ষ্যে অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন, যথা:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।- (১) এই আইন ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- (১) বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে-

(ক) "আমানত" অর্থ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাংকের কোন সঞ্চয়ী স্কীম-এ বা অন্যবিধ হিসাবে জমাকৃত অর্থ;

(খ) "উদ্যোগ মূলধন" অর্থ কোনো নবীন বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে বিনিয়োগ চুক্তি বা অংশিদারিত্ব বা অন্যবিধ চুক্তির আওতায় তাহার ব্যবসার মূলধনের অংশ হিসাবে প্রদত্ত অর্থ;

(গ) "ঋণ" অর্থ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (২২) এ বর্ণিত ঋণ সুবিধা;

(ঘ) "চেয়ারপার্সন" অর্থ ধারা ১২ এর অধীন নিযুক্ত বোর্ড এর চেয়ারপার্সন;

(ঙ) "পরিচালক" অর্থ ধারা ১১ এর অধীন নিযুক্ত ব্যাংকের পরিচালক;

(চ) "প্রবিধান" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ছ) "বাংলাদেশ ব্যাংক" Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 Of 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(জ) "বিধি" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঝ) "বোর্ড" অর্থ ধারা ১১ এর অধীন ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড;

(ঞ) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক" অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন নিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক;

(ট) "ব্যাংক" অর্থ ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক (microcredit bank);

(ঠ) "ব্যাংক কোম্পানী আইন" অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন);

(ড) "লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ" অর্থ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, যাহা ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ন্ত্রনের জন্য একটি পৃথক বিভাগ বা দপ্তর প্রতিষ্ঠা করিবে; যাহা পৃথক একজন প্রধান নির্বাহী দ্বারা পরিচালিত হবে;

(ঢ) "শেয়ার হোল্ডার" অর্থ ধারা ৬ এর অধীন যে সকল প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি অনুযায়ী ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করিবেন;

(ণ) "সংরক্ষিত তহবিল" অর্থ ধারা ২৩ এর অধীন গঠিত সংরক্ষিত তহবিল; এবং

(ত) "ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান" অর্থ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (২১) এ সংজ্ঞায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান।

(২) এই অধ্যাদেশে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এ যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। অধ্যাদেশের প্রাধান্য ও অন্যান্য আইনের প্রযোজ্যতা।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা।- (১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পর, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে -

(ক) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর ধারা ২০, ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (৩) ও ধারা ৪৮ এর বিধান প্রতিপালনক্রমে; বা

(খ) The Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) বা The Trust Act, 1882 (Act No. II of 1882) বা সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন); বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন)-এর অধীনে নিবন্ধিত কোন প্রতিষ্ঠান, যাহা উদ্যোগ মূলধন প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে উদ্যোগ মূলধন কার্যক্রমের আওতায় প্রদত্ত বিনিয়োগ স্থানান্তর করে ; বা

(গ) একাধিক ব্যক্তি উদ্যোক্তা হিসাবে নিজস্ব অর্থায়নে -

ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয়বিধ সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ব্যাংক মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি।- (১) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নির্ধারিত হইবে।

(২) ব্যাংক, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে উহার আঞ্চলিক অফিস, অন্যান্য অফিস এবং শাখা স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। শেয়ারহোল্ডার বা বিনিয়োগকারী ইত্যাদি।– ধারা ৮ এর বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে, নিম্নলিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার হইতে পারিবে, যথা:-

(ক) ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা বা আমানতকারী;

(খ) ধারা ৪ এর উপধারা (১) এর দফা (ক) এবং (খ) তে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ; এবং

(গ) ধারা ৪ এর উপধারা (১) এর দফা (গ) তে উল্লেখিত উদ্যোক্তাগণ।

৭। অনুমোদিত মূলধন।- (১) ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন হইবে ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা।

(২) অনুমোদিত মূলধন প্রতিটি ১০০ (একশত) টাকা মূল্যমানের ৩ (তিন) কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত থাকিবে।

(৩) বোর্ড, সময় সময়, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে, ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৮। পরিশোধিত মূলধন।- (১) ব্যাংকের প্রারম্ভিক পরিশোধিত মূলধন হইবে ১০০ (একশত) কোটি টাকা। ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ৬০ (ষাট) শতাংশ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা-শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক পরিশোধ করা হইবে এবং অবশিষ্টাংশ অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক পরিশোধ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্দিষ্টকৃত মূলধন ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) বোর্ড, সময় সময়, ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

৯। সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যক্রম, ইত্যাদি।- (১) ব্যাংক একটি সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিবে এবং ব্যাংকে বিনিয়োগকারীদেরকে লভ্যাংশ হিসাবে পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ তাহাদের মোট বিনিয়োগের অতিরিক্ত হইবেনা; তবে পরিশোধযোগ্য বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত অর্থের উপর কোন ধার্য কর, যদি প্রযোজ্য হয়, পরিশোধ সাপেক্ষে প্রদেয় নীট অর্থের পরিমাণকে বুঝাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৬ এর দফা (ক) তে উল্লেখিত শেয়ারহোল্ডারগণ তাহাদের বিনিয়োগের বিপরীতে লভ্যাংশ পাইবার অধিকারী হইবেন এবং এই ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত লভ্যাংশের পরিমাণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হইবেনা।

(৩) ব্যাংক কোনো স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হইবেনা।

১০। পরিচালনা ও প্রশাসন।- (১) ব্যাংকের পরিচালনা ও প্রশাসন এই অধ্যাদেশের ধারা (১১) এর অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ড এর উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ব্যাংক যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) যে কোনো নীতিগত প্রশ্নে, ব্যাংক লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করিবে।

১১। বোর্ড।- (১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) চেয়ারপার্সন (পরিচালকগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত);

(খ) ঋণ গ্রহীতা-শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন পরিচালক;

(গ) অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন পরিচালক; এবং

(ঘ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(২) কোনো পরিচালক তাহার পদের কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি পরিচালক পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ডের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে কোনো পরিচালকের মনোনয়ন বাতিল করা যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন উল্লিখিত কোনো পরিচালক একাদিক্রমে ২ (দুই) মেয়াদের অধিক পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না।

(৫) যে কোনো বিষয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ভোটাধিকার থাকিবে না এবং কোনো বিষয়ে ভোটে সমতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চেয়ারপার্সনের নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

১২। চেয়ারপার্সন।- (১) চেয়ারপার্সন পরিচালকগণের মধ্য হইতে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন।

(২) চেয়ারপার্সনের পদ শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারপার্সন দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারপার্সন কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা চেয়ারপার্সন পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক কর্তৃক মনোনীত কোনো পরিচালক চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক।- (১) ব্যাংকের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকিবেন।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন।

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোনো কারণে ব্যবস্থাপনা পরিচালক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

১৪। পরিচালকের দায়িত্ব।- চেয়ারপার্সন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অন্যান্য পরিচালকগণ প্রবিধান দ্বারা এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যাংকের দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

১৫। পদত্যাগ।- চেয়ারপার্সন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা কোনো পরিচালক বোর্ডের নিকট তাহার স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

১৬। সভা।- (১) বোর্ড এর সকল সভা, উহার চেয়ারপার্সনের নির্দেশে, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক আহূত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারপার্সন কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(২) এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, বোর্ড এর সভার কার্যধারা ও ভোট গ্রহণ পদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৩) বোর্ড এর সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) চেয়ারপার্সন বোর্ড এর সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত পরিচলকদের মধ্য হইতে তাহাদের দ্বারা নির্বাচিত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতীত যে কোনো পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) শুধু কোনো পরিচালক পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(৬) সভার কোনো আলোচ্যসূচীতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো পরিচালকের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকিলে তিনি বোর্ড এর সভায় উক্ত বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

১৭। কমিটি।- বোর্ড উহার কাজে সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে একটি নীরিক্ষা কমিটিসহ এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলি বোর্ড নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১৮। ব্যাংকের কার্যাবলি।- ব্যাংক জামানতসহ বা জামানত ব্যতিরেকে, নগদে বা অন্য কোনো প্রকারে, সকল প্রকার অর্থনৈতিক কার্যক্রম, বিশেষ করিয়া, নূতন উদ্যোক্তাগণের আত্ম-কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ব্যবসা ও জীবনমান উন্নয়ন করিবার জন্য ঋণ প্রদান করিবে বা বিনিয়োগ করিবে এবং লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, আরোপিত শর্তাবলি এবং প্রাসঙ্গিক অন্য কোনো আইনের অধীন শর্তপূরণ সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো কার্য করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) ঋণ গ্রহীতা বা অন্য যে কোনো ব্যক্তি হইতে আমানত গ্রহণ করা;

(খ) ব্যবসা পরিচালনার জন্য উহার সম্পদ বা অন্য কিছু জামানত রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করা;

(গ) প্রয়োজন মনে করিলে প্রদত্ত ঋণ এবং অগ্রিমের জামানত হিসাবে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির প্লেজ (pledge) বন্ধক, হাইপোথিকেশন (hypothecation) বা স্বত্বনিয়োগ (assignment) গ্রহণ করা;

(ঘ) নবীন ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উদ্যোগ মূলধন বিনিয়োগ করা, এবং যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে উক্তরূপ ব্যবসা ক্রয়, বিক্রয় বা অধিগ্রহণ;

(ঙ) কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থার শেয়ার ক্রয় করা;

(চ) সেভিংস সার্টিফিকেট, মালিকানা দলিল বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদ হেফাজতে রাখিবার জন্য গ্রহণ করা;

(ছ) শিল্প এবং কৃষিভিত্তিক দ্রব্য, গবাদি পশু, যন্ত্রাংশ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি এবং শিল্পের কাঁচামাল ক্রয় ও মজুদকরণের জন্য ঋণের মাধ্যমে সরবরাহকরণ এবং এইরূপ পণ্য বা গবাদিপশু বিক্রয়ের জন্য কোনো সংস্থার পক্ষে উহার প্রতিনিধি হিসাবে কার্য সম্পাদন;

(জ) নূতন উদ্যোক্তাগণকে ফি সহকারে বা ফি ব্যতীত কারিগরি ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা;

(ঝ) দেশের অভ্যন্তরে অর্থ এবং সিকিউরিটিজ গ্রহণ, সংগ্রহ, প্রেরণ ও পরিশোধ করা;

(ঞ) কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থার বণ্ড, ডিবেঞ্চার বা সমজাতীয় কোনো সিকিউরিটি ইন্সট্রুমেন্ট অর্জনে সম্মতি প্রদান করা;

(ট) ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে বাসস্থানসহ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর করা;

(ঠ) ঋণ গ্রহীতাগণের জন্য আয় সৃষ্টিকারী প্রকল্প গ্রহণ করা;

(ড) ঋণ গ্রহীতাগণকে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে সকল প্রকার বীমা সেবা প্রদান করা;

(ঢ) প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে যে কোনো মিউচুয়াল ফাণ্ড বা ইউনিট এর গঠন, উন্নয়ন, জারিকরণ, সুসংগঠিতকরণ, ব্যবস্থাকরণ ও প্রশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ণ) ঋণ গ্রহীতাগণকে ব্যবস্থাপনা, বিপণন, কারিগরি এবং প্রশাসনিক উপদেশ প্রদানসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সেবা লাভের জন্য সহায়তা প্রদান করা;

(ত) সরকারি সিকিউরিটিতে তহবিল বিনিয়োগ করা;

(থ) ব্যাংকের দাবীর সম্পূর্ণ বা আংশিক পূরণকল্পে যে কোনো ভাবে ব্যাংকের দখলে আসা সকল স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা বিক্রয়লব্ধ অর্থ আদায় এবং ঐ সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যাহা ব্যাংকের নিকট জামানত বাবদ গচ্ছিত স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ অর্জন বা রক্ষণ বা ব্যবস্থাপনা করা;

(দ) প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে স্থানীয় বা বিদেশী সহায়তা (Donation) ও গ্র্যান্ট (Grant) গ্রহণ করা; এবং

(ধ) এই অধ্যাদেশ ও প্রচলিত আর্থিক বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধানের উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ যে কোনো প্রয়োজনীয় কার্য করা।

১৯। নিরাপদ বিনিয়োগ।- (১) ব্যাংক, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকার কর্তৃক গ্যারান্টিকৃত বিনিয়োগ ইন্সট্রুমেন্টে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আমানত বিনিয়োগ করিবে যাহাতে ব্যাংকের আর্থিক স্থিতিজনিত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাইতে পারে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এর জারীকৃত বিধি-বিধান ও প্রচলিত আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে।

২০। হিসাব।- লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত নির্দেশাবলি সাপেক্ষে, ব্যাংক বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন যথাযথভাবে প্রস্তুত করিবে এবং উহা প্রস্তুতকালে প্রচলিত বিধি-বিধান ও হিসাবমান এবং এতদুদ্দেশ্যে, বাংলাদেশ ব্যাংক এর জারীকৃত বিধি-বিধান ও হিসাবমান, যদি থাকে, অনুসরণ করিবে।

২১। নিরীক্ষা।- (১) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৪০ এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস এবং অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস অনুসরণে ব্যাংক উক্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ফাইনান্সিয়াল কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত নিরীক্ষক দ্বারা ব্যাংকের হিসাব নিরীক্ষা করিবে।

ব্যাখ্যা।- এই অধ্যাদেশের অধীন স্থাপিত ব্যাংক ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৮) এ সংজ্ঞায়িত "জনস্বার্থ সংস্থা" হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগকৃত নিরীক্ষককে ব্যাংকের বার্ষিক ব্যালেন্সশীট ও অন্যান্য হিসাবের অনুলিপি সরবরাহ করা হইবে এবং তিনি যুক্তিসঙ্গত সময়ে ব্যাংকের সকল রেকর্ড, দলিল, হিসাব বহি ও ভাউচারসহ দাপ্তরিক ও অন্যান্য সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং ব্যাংক

কর্তৃক রক্ষিত সকল বইয়ের একটি তালিকা তাহাকে প্রদান করা হইবে এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে ব্যাংকের যে কোন পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৩) নিরীক্ষক কৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদনে এই মর্মে উল্লেখ করিতে হইবে যে, তাহাদের মতে বার্ষিক ব্যালেন্সশীটে এইরূপ প্রয়োজনীয় বিবরণাদি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে এবং উহা এইরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে যাহাতে ব্যাংকের সম্পত্তির তথ্য ও কার্যক্রমের সত্য এবং সঠিক চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং এই সকল বিষয়ে ব্যাংকের নিকট হইতে তাহারা কোনো ব্যাখ্যা বা তথ্য চাহিয়া থাকিলে উহার সরবরাহ সন্তোষজনক ছিল কি না তাহাও উল্লেখ করিবেন।

(৪) ঋণ গ্রহীতাগণের স্বার্থরক্ষায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কি না তাহা নিরীক্ষিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে।

২২। প্রতিবেদন।- (১) লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষপ্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে, সময় সময়, ব্যাংক পরিদর্শন করিতে এবং ব্যাংকের নিকট হইতে ব্যাংকের যে কোনো বিষয়ের উপর তথ্য, প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং ব্যাংক, উক্ত চাহিদা মোতাবেক তথ্য, প্রতিবেদন বা বিবরণী প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদনের বিষয়ে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের কোনো মন্তব্য, যদি থাকে, উহার ভিত্তিতে ব্যাংক মতামত প্রদান করিবে এবং ঋণ গ্রহীতাগণের বা আমানতকারীগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের কোনোরূপ নির্দেশনা থাকিলে ব্যাংক উহা প্রতিপালন করিবে।

২৩। সংরক্ষিত তহবিল।- ব্যাংক, প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে, একটি সংরক্ষিত তহবিল গঠন করিবে এবং উক্ত তহবিলে ব্যাংকের নীট বার্ষিক মুনাফা বা আয় হইতে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ জমা হইবে।

২৪। লভ্যাংশ ব্যবহার।- ধারা ২৩ এর অধীন সংরক্ষিত তহবিলে জমা করা এবং পরিশোধ বন্ধ হইয়াছে বা উহা সন্দেহজনক পর্যায়ে রহিয়াছে এইরূপ ঋণ, সম্পদের ঘাটতি এবং অন্যান্য ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অনুরূপ অন্যান্য ঘাটতির ব্যবস্থা রাখিবার পর ব্যাংকের অবশিষ্ট নীট লভ্যাংশ এতদসংশ্লিষ্ট প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবহার করা যাইবে।

২৫। কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।- (১) ব্যাংক উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি বোর্ড কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৬। ব্যাংকের পাওনা আদায়।- (১) ব্যাংকের পাওনা আদায়ের নিমিত্ত ঋণ গ্রহীতা বা ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী এইরূপ ব্যক্তিকে কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) ব্যাংক ঋণ গ্রহীতা বা ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী এইরূপ ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিত কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের বিষয় অবগত করিবে এবং কোনো কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইবার ক্ষেত্রে তাহার নিকট পাওনা সমুদয় অর্থ আদায়ের জন্য ব্যাংক Public Demands Recovery Act, 1913 (Ben. Act No. III of 1913), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এক্ষেত্রে উক্ত Act এর section 7, 9, 10 এবং 13 এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে না এবং উক্ত Act এর section 6 এর অধীন জারীকৃত সার্টিফিকেটই উল্লিখিত পাওনার বিষয়ে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) শুধু ব্যাংকের পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য ব্যাংকের কোনো কর্মকর্তা তাহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে উক্ত Act এর অধীন সার্টিফিকেট কর্মকর্তার ন্যায় সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

২৭। ক্ষমতা অর্পণ।- ব্যাংকের দক্ষতা নিশ্চিতকরণকল্পে এবং দৈনন্দিন ব্যবসায়িক লেনদেন কার্যক্রম সহজতর করিবার উদ্দেশ্যে, বোর্ড উহার যে কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে চেয়ারপার্সন, পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা ব্যাংকের অন্য কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২৮। আনুগত্য ও গোপনীয়তা।- (১) ব্যাংকের প্রত্যেক পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাহার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিতভাবে ব্যাংকের আনুগত্য ও গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণা প্রদান করিবেন।

(২) কোনো পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত আনুগত্য ও গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে দেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২৯। ব্যাংকের অবসায়ন।- কোম্পানি অবসায়ন সংক্রান্ত ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের বিধান ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে ব্যাংকের অবসায়ন হইবে না।

৩০। সম্পদ ও আর্থিক বিষয়াদি স্থানান্তর, ইত্যাদি।- (১) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হইলে, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত সম্পদ ও আর্থিক বিষয়াদি ব্যাংকে স্থানান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে-

(ক) সকল আর্থিক সম্পদ, ব্যবসা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, দাবী ও অধিকার, সঞ্চিতি, বণ্ড, সিকিউরিটি, প্রাপ্য (Receivables), স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংক হিসাবে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ ও এতদসংক্রান্ত মুনাফা, সংরক্ষিত তহবিল বা

এতদসংক্রান্ত সকল অধিকার, স্বত্ব-স্বার্থ ও মুনাফা, বুকস অফ একাউন্টস, রেকর্ডস, রেজিস্টার, হিসাব-বহি, সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র; এবং

(খ) সকল দায়-দেনা, ঋণ, উহার দ্বারা বা উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি বা দায় বা সুবিধা বা অগ্রীম ঋণ বা সুবিধা বা পাওনাদি।

(২) কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত উদ্যোগ মূলধন কার্যক্রমের আওতায় প্রদত্ত বিনিয়োগ যথাযথ মূল্যায়ন সাপেক্ষে ব্যাংকে স্থানান্তর করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন বিষয়াদি স্থানান্তর বা ন্যস্তকরণের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা প্রতীয়মান হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, বোর্ডের সুপারিশক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩২। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশ ও বিধির সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৩। অধ্যাদেশের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ।- এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে এবং বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

.... বঙ্গাব্দ
তারিখ:____________________
.... খ্রিষ্টাব্দ

(..........)
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

(............)
সচিব।